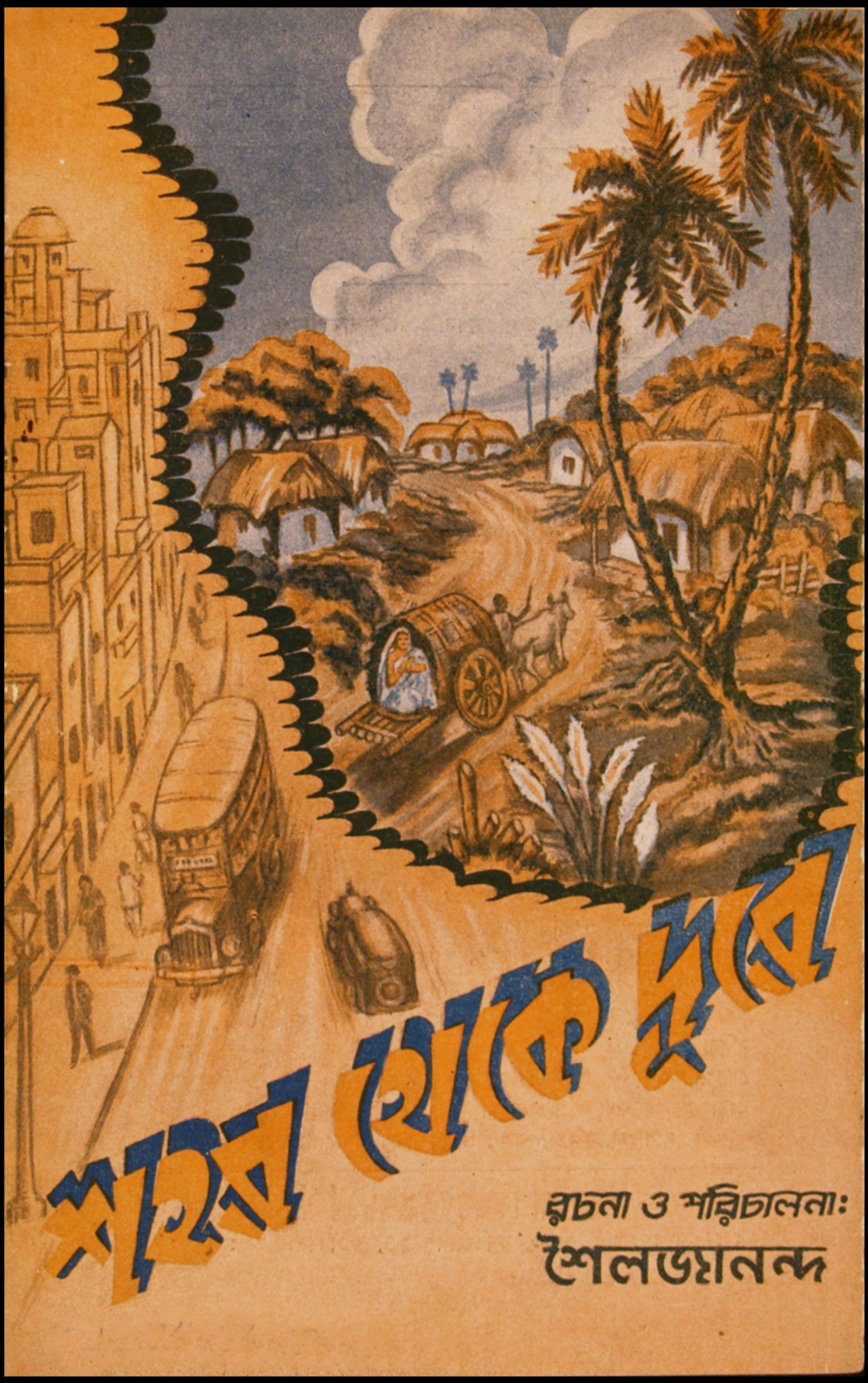

শহর থেকে দূরে

রচনা ও পরিচালনা:
শৈলজানন্দ

ইষ্টার্ণ টকিজের নিবেদন

শহর থেকে দূরে

(ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও-তে গৃহীত)

রচনা ও পরিচালনা : **শৈলজানন্দ**

সুরশিল্পী :	সুবল দাশগুপ্ত	শিল্প নির্দ্দেশক :	বটু সেন
গীতকার :	শৈলেন রায়,	ব্যবস্থাপক :	লালমোহন রায়
চিত্রশিল্পী :	অজয় কর	তত্ত্বাবধায়ক :	দাউদচাঁদ
শব্দযন্ত্রী :	জে, ডি, ইরাণী	আলোক-নিয়ন্ত্রণ :	প্রমোদ, নারাণ,
রাসায়নিক :	ধীরেন দাশগুপ্ত		প্রভাস
সম্পাদক :	বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়	নৃত্য শিক্ষক :	ব্রজ পাল

সহকারীগণ :

পরিচালনায় :	ন্যাংটেশ্বর মুখার্জ্জী,	সম্পাদনায় :	রবীন দাস
	কমল চ্যাটার্জ্জী, খগেন	ব্যবস্থাপনায় :	তারক পাল
	রায়, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়	রাসায়নে :	গোপাল, শম্ভু, দীনু,
চিত্রশিল্পে :	দশরথ বিশাল		মজু, সুবেশ, সামান্ত
শব্দযন্ত্রে :	শিশির চ্যাটার্জ্জী, সিদ্ধি নাগ	রূপসজ্জাকার :	সুধীর দত্ত, তিনকড়ি

ভূমিকায় :

জহর	...	রতন	পশুপতি	...	শিবু
ধীরাজ	...	ডাক্তার	কানু বন্দ্যো	...	মাণিকচাঁদ
নরেশ মিত্র	...	প্রেসিডেণ্ট-পঞ্চায়েৎ	আশু বোস	...	স্যাকরা
ফণী রায়	...	কম্পাউণ্ডার	বটু গাঙ্গুলী	...	মাণিকের বাবা

মাষ্টার বাচ্চু, বেচু, টোপা, প্রভাত, আদল, কুমার মিত্র, হরিধন, নির্ম্মল, কার্ত্তিক, তারু, সুবোধ সিংহ, নবদ্বীপ হালদার, সৌরেন, সিধু, লালমোহন, কেষ্ট সুর, নিখিল, সুধাংশু, প্রফুল্ল দাস, কালী গুহ।

মলিনা	...	মায়া	রাজলক্ষ্মী	...	মাণিকের মা
রেণুকা	...	জয়া	রেবা দেবী	...	কাতু
প্রভা	...	রতনের মা	চিত্রা	...	সই

মনোরমা, নমিতা, শান্তা, শান্তি, কমলা, অনিলা, শেফালী, রমা।

সোল-ডিষ্ট্রিবিউটর্স : **প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটেড** : গ্রাম : রূপবাণী
: : : : : : : ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। : ফোন : বি.বি. ১৩১

শহর থেকে দূরে

কাহিনী

রতনকে দেখেছেন ?

অধিকাংশ গ্রামের ছেলেরা যেমনটি হয়ে থাকে, রতনও ঠিক তেমনি। বেপরোয়া, গোঁয়ার, নিতান্ত সহজ এবং সাধারণ।

শহর থেকে দূরে—অতি দূরে—বীরভূম জেলার অখ্যাত অবজ্ঞাত অতি নগণ্য একটী গ্রামের একপ্রান্তে রতনের বাড়ী। গ্রামে না আছে ইস্কুল, না আছে পোষ্টাপিস, থাকবার মধ্যে আছে শুধু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ছোট্ট একটি ডাক্তারখানা। গ্রামখানি ছোট। লোক সংখ্যাও কম। কিন্তু তাই বলে গোলমাল কিছু কম হয় না। নানান্ ধরণের লোকের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি হট্টগোল যেমন চলতে থাকে, আবার তেমনি প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা সরকারী বারোয়ারীতলায় সখের যাত্রার রিহার্স্যাল্ চলে, পালাপার্ব্বনের দিন ছেলেছোক্‌রার দল নেচে গেয়ে সারাগ্রামটাকে একেবারে আনন্দ কলরবে মুখরিত ক'রে তোলে। আনন্দ এবং নিরানন্দ—দুই-ই যেন একই খাতে বইতে থাকে।

এম্‌নি এক গ্রামের ছেলে রতন।

এই রতনকে নিয়েই আমাদের গল্প।

কুঞ্জ বলে : নেশা-ভাং খেয়ে হৈ হৈ ক'রে ঘুরে বেড়ালে কি হবে, রতন-ঠাকুর মানুষ নয়—দেবতা।

সরকারী ডাক্তারখানার নতুন ডাক্তার তার প্রতিবাদ করে। বলে: আমি বিশ্বাস করি না। নেশা-ভাং যে খায়, সে কখনও দেবতা হ'তে পারে না।

ডাক্তারটি নতুন এসেছে এই গ্রামে। রতনের সঙ্গে তখনও তার ভাল ক'রে পরিচয় হয়নি।

পরিচয় হবার পর, ডাক্তার বললে, তোমার এই নেশা করবার অভ্যেস আমি ছাড়িয়ে দেবো।

রতন জিজ্ঞাসা করলে: কেমন ক'রে?

ডাক্তার বললে: ওষুধ খাইয়ে।

রতন বললে: পায়ের ধুলো দাও ডাক্তার, আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকবো।

ডাক্তার একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল: এ-সব খাও তুমি কোন্ দুঃখে রতন?

রতন বলেছিল: আমার বৌ যদি একটু কম ক'রে কাঁদে তা'হলে আমি সব-কিছু ছেড়ে দিতে পারি।

রতনের বৌ মায়া—দেখতে শুনতে চমৎকার, রতন তাকে ভালও বাসে খুব, কিন্তু কাঁদবার কারণ তার আছে বই-কি!

শাশুড়ী বলে: বৌএর বয়েস হ'লো অনেক, এখনও তার ছেলেপুলে হ'লো না, রতনের আমি আবার বিয়ে দেবো।

এ-কথা শুনে কোন্ মেয়ে না কাঁদে!

কিন্তু রতনের মা তার কান্নাকে গ্রাহ্যই করে না। বলে: আমার ওই একটী মাত্র ছেলে রতন, তার যদি ছেলেপুলে না হয় তো এই নির্ব্বংশ পুরীতে আমি বাস করব কেমন করে?

রতনের বিয়ের সম্বন্ধ চলতে থাকে।

মেয়ে রয়েছে হাতের কাছেই। ডাক্তারখানার পাশেই থাকে বুড়ো গোকুল-কম্পাউণ্ডার। তার একটী মাত্র সুন্দরী মেয়ে জয়া। বয়েস হয়েছে, এখনও বিয়ে হয়নি।

তারই সঙ্গে ঠিক হলো রতনের বিয়ে।

কিন্তু সেখানেও বাধলো এক গোলমাল।

ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নটবর চাটুজ্যে—লোকটি বড় মজার লোক। তিলক ফোঁটা কাটে, পূজোআহ্নিক করে, মামলা মোকর্দ্দমা আর হাঙ্গামা হুজ্জুত নিয়েই দিন কাটায়। বাড়ীতে তার বালবিধবা বোন কাত্যায়নী, আর একটি মাত্র ছেলে শিবু। শিবু দেখতে ভাল নয়, তার ওপর কানে ভাল শুনতে পায় না।

প্রেসিডেণ্ট একদিন বাড়ী ফিরে কাত্যায়নীকে ডেকে বললে: শিবুর বিয়ের সব ঠিক করে ফেললাম কাতু।

কাতু জিজ্ঞাসা করলে: কার সঙ্গে?

প্রেসিডেণ্ট বললে: গোকুল-কম্পাউণ্ডারের মেয়ে জয়ার সঙ্গে।

কাতু বললে: ঠিক হলো না দাদা, শিবু আমাদের দেখতে ভাল নয়, জয়ার মত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ওর দিয়ো না, বনিবনাও হবে না।

প্রেসিডেণ্ট সে কথা শুনলে না। বললে: তুই আমার বোনই নোস্ কাতু।

কাতু জিজ্ঞাসা করলে: বুড়োর টাকাকড়ি আছে?

প্রেসিডেণ্ট বললে: মেলা টাকা।

কাতু হেসে বললে: বুঝেছি। বিয়ে তা'হলে তুমি দেবেই।

কথাটা সত্যি। বিয়ে যখন প্রেসিডেণ্ট দেবে বলেছে তখন আটকাবে কে?

রতনের সঙ্গে জয়ার বিয়ের কথাটা রতনের মা'র মুখে শোনা গেলেও, রতন সে সব গ্রাহ্যই করে না। বলে: 'আমার ছেলেপুলে হয়নি ভালই হয়েছে, ভগবান রক্ষে করেছেন। সে-ব্যাটাও ঠিক আমারই মত মাতাল-বজ্জাত হ'তো'।

এমন দিনে প্রেসিডেণ্টের মুখ থেকেই শোনা গেল, ডাক্তারখানায় যে নতুন ডাক্তারটি এসেছে, তার সঙ্গে জয়ার মেলামেশা যেন একটুখানি বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছে। সুতরাং এ রকম ডাক্তার গ্রামে থাকা উচিত নয়, একে তাড়াতে হবে।

তা এই প্রিয়দর্শন অবিবাহিত তরুণ ডাক্তারটির সঙ্গে সুন্দরী তরুণী জয়ার ভাব-ভালবাসা একটুখানি বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ জয়াদের বাড়ীতেই সে থাকে, খায়, তার দেখাশোনার সব ভারই জয়ার ওপর।

প্রেসিডেন্ট দেখলে —সর্ব্বনাশ! এই রকম ঘটনাই যদি ঘটে থাকে তা'হলে তার ছেলে শিবুর সঙ্গে জয়ার বিয়ে আর হয় না! তাই সে গ্রামের লোকের সঙ্গে জোট পাকিয়ে চেষ্টা করতে লাগলো ডাক্তারকে এ-গ্রাম থেকে তাড়াতে।

কথাটা রতনের কানে গেল। রতন চায় গ্রামে একজন ভাল ডাক্তার থাকুক্। সব দিক দিয়েই গ্রামের উন্নতি হোক, ভাল হোক্! গ্রামের ভাল করবার চেষ্টা সে অনেকদিন থেকেই করছে। করেছে অবশ্য চাঁদা আদায় ক'রে নয়—পল্লীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করে নয়, লোক-দেখানো কোনও আড়ম্বর করেও নয়। কিন্তু কোন চেষ্টাই তার সফল হয়নি। যাদের ভাল সে করতে গেছে তারাই শেষ পর্যন্ত তাকে একদিন তাড়িয়েছে।

তবু রতন ডাক্তারকে রাখবার চেষ্টার ত্রুটি করলে না। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সে বললে: তোমাকে আমি বুক দিয়ে আগ্‌লে রাখবো ডাক্তার, কে তোমাকে তাড়ায় তাই আমি একবার দেখবো।

জয়ার সঙ্গে ডাক্তারের মেলামেশা ভালবাসার ব্যাপারটাকে রতন অবশ্য তেমন আমল দিলে না। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করলে: এটা তোমার বয়সের দোষ, না সত্যিই তুমি জয়াকে ভালবাসো?

ভাল যদি সত্যিই তারা বাসে তো বাসুক্!

এই ভালবাসার জন্যেই যত-কিছু!

রতন বললে: 'চুপিচুপি শোনো ডাক্তার, হেসো না। আমি মুখ্খু-শুখ্খু পাড়া-গাঁয়ের মানুষ, অনেকদিন থেকে গ্রামের ভাল করবার অনেক চেষ্টাই করলাম, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। কেন জানো?'

ডাক্তার বললে: 'কেন?'

রতন বললে: এখানে কেউ কাউকে ভালবাসে না। আমি তোমাকে ভালবাসি না, তুমি আমাকে ভালবাসো না। তা না হয় না বাসলে, কিন্তু প্রত্যেক বাড়ীতে গিয়ে ছাখো—ছেলে-মেয়ে হচ্ছে, ঘর সংসার করছে, অথচ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা নেই। এদের ভাল করব বললেই ভাল করা যায় না।

এমনি করে' রতন যখন পরের ভাবনা ভাবছে, তখন তার নিজের বাড়ীতে অশান্তির আগুন জ্বলছে। রতনের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে শাশুড়ী-বৌএর ঝগড়া শেষে এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠলো যে শাশুড়ী গেল রাগ করে' বাড়ী থেকে পালিয়ে, আর বৌ ছুটলো আত্মহত্যা করবার জন্যে। ছুটতে ছুটতে বৌ গিয়ে নদীতে দিলে ঝাঁপ!

ওদিকে প্রেসিডেন্ট দিলে ডাক্তারকে তাড়িয়ে। শিবুর সঙ্গে জয়ার বিয়ের বাজনা বাজলো।

নিরুপায় রতন তখন কি করলে ছবিতে দেখাই ভাল।

১৮, বৃন্দাবন বর্সাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি. এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

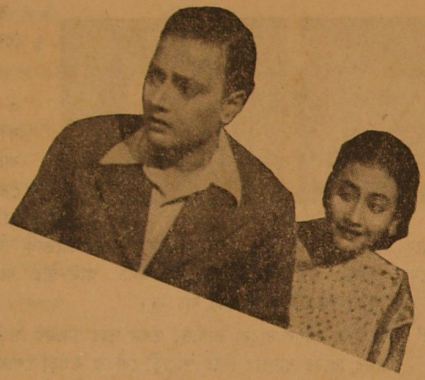

গান

সুরশিল্পী : সুবল দাসগুপ্ত

— এক —

জয়া : ও পরদেশী কোকিলা, পরদেশী কোকিলা রে।
অমন ক'রে হায় বারে বারে
ডাকিস কারে ? তুই ডাকিস কারে ?
ডাক্তার : ও পরদেশী কোকিলা, পরদেশী কোকিলা রে।
আমি ডাকি তারে, যারে ভুলতে নারি
তাই পথিক কোকিল আসে—কুঞ্জদ্বারে ॥
জয়া : আগুন ভরা এই ফাগুন মাসে
বকুল ফোটে জানি তারই আশে
কেন, মনের অগোচরে প্রেমের কুঁড়ি ফোটে
লাজের বাঁধন সে কি মানবে না রে।
ডাক্তার : মান্‌বে না মান্‌বে না মান্‌বে না রে ॥
জয়া : হৃদয় বলে, ভালবাসার আলো
আপন হাতে তুমি আপনি জ্বালো
যার স্বপন দেখে মোর পরাণ কাঁদে
সেই মনের কথা সেকি জান্‌বে না রে।
সেকি জান্‌বে না জান্‌বে না জান্‌বে না রে ॥
ডাক্তার : জান্‌বে ॥

— দুই —

ভালবাসিতে দিও দিও
বল চাঁদের ক্ষতি কি দিতে আলে ;
শুধু চকোরি বাঁচিবে প্রিয়।
ফিরায়ে চেওনা আর
তুমি দিলে যে কুসুম হার
যদি হৃদয় হারাতে ব্যথা লাগে
তুমি এ হিয়া চাহিয়া নিও ॥
আমারে যেওগো ভুলে
যদি মধু না মেলে এ ফুলে
তোমারি ও পথে কাঁটা হয়ে
রহিব না বরণীয় ॥
তবু যদি ভাল লাগে
মনে রেখো অনুরাগে
জানি আমার মনের মধুবনে
তুমি হবে স্মরণীয় ॥

— তিন —

লখিন্দর লখিন্দর আমার লখিন্দর
তোমারে রাখিতে নারি বেঁধে লোহার ঘর (ওলখিন্দর)
যে অঙ্গে সহেনা হায় সেউতি ফুলের ভর
দংশিল সে চাঁদের অঙ্গে কাল বিষধর।
লখিন্দর লখিন্দর আমার লখিন্দর
তোমারে রাখিতে নারি বেঁধে লোহার ঘর ॥
বিনা মেঘে বজ্র পড়ে না উঠিতে ঝড়
লতারে বান্ধিয়া বুকে ভাঙ্গে তরুবর।

শোনোরে দারুণ বিধি কহি নিরন্তর
বন্ধুরে হরিয়া মোর তুমি হইলা পর।
লখিন্দর লখিন্দর আমার লখিন্দর
তোমারে রাখিতে নারি বেঁধে লোহার ঘর।
বেহুলা সতীর চোখে সপ্ত সমুন্দর
(তবু) অনল নেভেনা তার জ্বলে গো অন্তর।
লখিন্দর লখিন্দর আমার লখিন্দর
তোমারে রাখিতে নারি বেঁধে লোহার ঘর।

— চার —

শ্যাম রাখি না কুল রাখি উপায় কিগো উপায় কি
প্রেম করে হায় পরাণ রাখা দায়।

কৃষ্ণ : শ্যামের পীরিত শাঁখের করাত
রাধা : জানি শ্যামের পীরিত শাঁখের করাত
দুই দিকে সে কাটিয়া যায়॥
রাধা : কুল রাখো গো রাখো গোকুল
কৃষ্ণ : রাই তুল না শ্যাম-কলঙ্ক ফুল
ওগো কৃষ্ণ কালি বিষম কালি
রাধা : জানি জানি কৃষ্ণ কালি বিষম কালি
সাত সাগরে ধোয়া না যায়॥
রাধা : জানো কত ছল রে বন্ধু জানই কত ছল
মূলে কাটি প্রেমের লতা গোড়ায় ঢালো জল
কৃষ্ণ : প্রেম তরু সে অমূল তরু
রাধা : জানি জানি প্রেমে তরু সে অমূল তরু
মূল খুঁজে তার মূল কে গো পায়॥
কৃষ্ণ : কঠিন তোমার হিয়া রাধে কঠিন তুমি রাই
পরাণ দিলে, তবু আমার পরাণ বোঝো নাই
রাধা : ওযে দুই কুলে তো হয় না মিলন
কৃষ্ণ : হয় গো মিলন
রাধা : না-না—হয় না মিলন—কারণ—কৃষ্ণ : কী ?
রাধা : জান না ?
মধ্যে ননদ নদী যে হায়॥

— ছয় —

(রাধে) ভুল করে তুই চিনলি না তোর প্রেমিক
শ্যাম রায়
ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়।
তোর, চোখের জলের বেসাত ঢালি
নদীর জলে জল মেশালি
কেন ঘর বেঁধে ঘর ভাঙতে গেলি
অভিমানের ঘায়॥
কেন চাঁদের আলো দেখতে গিয়ে
আঁচল দিয়ে ঢাকলি আঁখি,
চাঁদের কি দোষ, আপন ভুলে
আপনারে তুই দিলি ফাঁকি
তুই ফুল কুড়াতে ভুল কুড়ালি
কাঁটার বুকে হাত বাড়ালি
কেন জল ভরা ওই মেঘের বুকে
বজ্র দেখিস হায়॥

নিউ থিয়েটার্সের আগামী ছবি

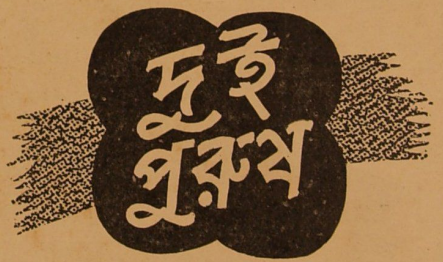

কাহিনী : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালক : সুবোধ মিত্র সুরশিল্পী : পঙ্কজ মল্লিক
ভূমিকায় : অহীন্দ্র, ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী,
সুনন্দা, লতিকা ব্যানার্জ্জী, নরেশ, শৈলেন
চিত্রায় প্রদর্শিত হইবে
সোল ডিষ্ট্রীবিউটর্স :
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিমিটেড

PRIMA FILMS (1938) LTD

CALCUTTA

কালী ফিল্মসের
চিত্র নিবেদন

বিপর্য্যয়

এই পুস্তিকাখানি
শ্রীফণীন্দ্র পাল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত
প্রাইমা ফিল্মস
—কর্ত্তৃক—
সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী
কথাসাহিত্যিক
শৈলজানন্দের
অনুপম রচনা ও পরিচালনা

ভূমিকায়: অনেকগুলি নূতন মুখ

পরিবেশক: ইষ্টার্ণ টকিজ লিঃ

রূপবাণীতে প্রদর্শিত হইবে

মূল্য দুই আনা